আজকের কাগজ

তারিখ 27 DEC 1993

পৃঃ ৪ কলাম ৭

খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই দিন আর এই দিন

আজ থেকে দুই বছর আগে অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ না পেয়ে যখন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে বাধ্য হই তখন সত্যই মন ছিল অত্যন্ত খারাপ। মাত্র দোতলা একটি বিল্ডিং, হল নেই, শিক্ষকরা নতুন, কেমন কেমন। কিন্তু ভর্তির পর পরই শিক্ষকদের আন্তরিকতা, একদিনও ক্লাস কামাই না হওয়া। দিনে ক্লাসে, রাতে শিক্ষকের বাসায় গিয়ে সাহায্য নেয়া সবকিছু নিয়ে ভালোই গেছে গেল। আর কিছুদিন পর যখন দেখলাম অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের আমার ব্যাচ-এর ছাত্ররা সেশন জটের কারণে দুই তিন বছর পিছিয়ে আছে তখন নিজেকে সত্যই ভাগ্যবান মনে হতো। কিন্তু কে জানতো খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই দু'দিন হবে এত ক্ষণস্থায়ী।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পর্যায়ে একটু পরিবর্তন হলো আর সাথে সাথে পরিবর্তন হলো সর্বক্ষেত্রে।

বিশ্ববিদ্যালয় খোলা থাকা দিনে- উপাচার্য মহোদয় এক সংবর্ধনা সভায় গেলেন- সঙ্গে নিয়ে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আর কর্মচারীদের। আমাদের ক্লাসের দফা রফা। ক্লাস চলা দিনে এমনটাতো আমাদের কল্পনায়ও ছিলো না। যাই হোক গুরুর শিক্ষা আমরাও ধরলাম। পূজার ছুটি কম হওয়ায় দু'দিন সবাই মিলে অটো ভেকেশন নিয়ে নিলাম। সামান্য কয়েকজন যারা ক্লাস করতে ইচ্ছুক ছিলো তাদের বাস থেকে টেনে নামালাম। এখন আমরা যা খুশি তাই-ই করতে পারি। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-কর্মচারী সবার মনে কেমন একটা হতাশা- কাজে আর কারও উৎসাহ নেই। সবার মুখে এক কথা- সরকারি দল না করলে আর টেকা যাবে না। এই যখন অবস্থা তখনই পত্রিকায় দেখলাম সেই জগত বিখ্যাত ঘোষণা- বিশ্ববিদ্যালয় সম্মানসূচক ডক্টরেট প্রদান করবে- উপাচার্যের ঘোষণা। যে বিশ্ববিদ্যালয় একজন স্নাতককেও ডিগ্রী দেয়নি সে ডক্টরেট দেবে এতে তার সম্মান বাড়বে না- কি দেশে এতো বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট পেলে কারো সম্মান কমে কিছুই মাথায় ঢুকছিলো না। কিন্তু ঢুকলো বেশ ভালো করেই। রাস্তায় একটা গরু জোরে ছুটলেও, লোকে বলে- বা দৌড়ে বেশ ভালোতো- খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেই ডক্টরেট দিয়ে দেবে। কোচিং-এ সবক্ষেত্রে খারাপ ছাত্রটিকে শিক্ষক বলেন, তোমার জন্য আমি কিছু করতে পারবো না। তুমি খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেটের যোগ্য। যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হয়ে একদিন গর্ব অনুভব করতাম। এসব কথা শুনে এখন লজ্জায় মাথা নত হয়।

রাষ্ট্র একটি বিরাট শক্তি- এর বিরুদ্ধে আমরা যেতে পারি না। বোঝা যাচ্ছে সরকারের দলীয়করণের ফলে আরও একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পতন হলো। এটা হবে জানতাম তবে এতো তাড়াতাড়ি তা জানতাম না। এখন শুধু একটাই চিন্তা- এই পতন পাকাপোক্ত হবার আগেই যেন কোনোক্রমে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারি।

সুমন
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়,
খুলনা